

## 116866 - ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বাজি ধরার হ্রকুম কী?

### প্রশ্ন

ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় বাজি ধরার হ্রকুম কী?

### প্রিয় উত্তর

ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা জায়েয়। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “তীরন্দাজি, উটদৌড় কিংবা ঘোড়দৌড় ছাড়া অন্য কিছুতে পুরস্কার নেই।”[সুনানে তিরমিয় (১৭০০), সুনানে আবু নাসাঈ (৩৫৮৫), সুনানে আবু দাউদ (২৫৭৪) ও সুনানে ইবনে মাজাহ (২৮৭৮); আলবানী সহিহ সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

এই হাদিস প্রমাণ করে যে, ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার পেছনে অর্থ ব্যয় করা জায়েয়; চাই সেই অর্থ দুই প্রতিযোগীর কারো একজনের পক্ষ থেকে হোক কিংবা অগ্রগণ্য মতানুযায়ী উভয়জনের পক্ষ থেকে হোক কিংবা তৃতীয় কোন পক্ষ যেমন রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে হোক।

তবে এই বৈধতার মধ্যে প্রতিযোগীদের কোন একজন বিজয়ী হওয়া নিয়ে বাজি ধরা কিংবা কোন এক ঘোড়া বিজয়ী হওয়া নিয়ে বাজি ধরা অন্তর্ভুক্ত হবে না; যেমনটি মানুষ করে থাকে। কেননা এটি হারাম জুয়াখেলা। এর সাথে শরিয়ত যে প্রতিযোগিতা বৈধ করেছে তার কোন সম্পর্ক নেই।

এই হারাম বাজি পৃথিবীর অনেক দেশে বিদ্যমান। এই বাজির কারণে কত অর্থ নষ্ট হয়েছে এবং কত সম্পদ ধ্বংস হয়েছে।

যদি একদল মানুষের সম্মিলিত ফাল্তে হারাম বাজির অর্থ রাখা হয় তাহলে এই ফাল্তে অংশ গ্রহণ করা নাজায়েয়। যেহেতু এর মাধ্যমে যেই জুয়া খেলায় সহযোগিতা করা হয়; যে খেলা আল্লাহ হারাম করেছেন এবং মদের সাথে একত্রে সেটাকে উল্লেখ করেছেন। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেন: “হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মৃত্তি ভাগ্য নির্ণয়ের তীর এগুলো বস্তুত শয়তানের একটি হৃণ্য কাজ; অতএব এসব থেকে দূরে থাক; যাতে তোমরা সফল হতে পার।”[সূরা মায়িদা, আয়াত: ৯০]

শাহীখ আব্দুল মাজিদ সেলিম (রহঃ) বলেন: “... এর থেকে জানা যায় যে, বর্তমানে প্রচলিত বাজি; সেটি ঘোড়দৌড়ের ক্ষেত্রে হোক কিংবা অন্যান্য বাজি হোক; সেগুলো শরিয়তে নিষিদ্ধ জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। এমন কোন দলিল নেই যা এ বাজিগুলোর বৈধতা দেয়। বরং যে দলিলগুলো আমরা উল্লেখ করেছি সেগুলো এই ধরণের বাজি হারাম হওয়ার প্রমাণ বহন করে। বরং শরিয়ত বর্তমানে বিদ্যমান সব ধরণের বাজিকে হারাম করেছে; যেহেতু এগুলোর কারণে বড় ধরণের অনিষ্ট ঘটে যা আমরা প্রতিদিনই দেখছি। বাজি ধরে বিপুল সম্পদ নষ্ট হয়েছে। বহু সম্বন্ধিত পরিবার ধ্বংস হয়েছে। অনুরূপভাবে এটি অনেক জুয়াডিকে চুরি-ছিনতাই এর মত বিভিন্ন অপরাধে লিপ্ত হতে প্রয়োচিত করেছে। এমনকি আত্মহত্যা করতেও। জুয়ার পরিপ্রেক্ষিতে যা ঘটেছে কিংবা ঘটে থাকে সে সম্পর্কে অবহিত ব্যক্তির ঈমান আরও বৃদ্ধি পায় যে— আল্লাহর রহমত, অনুগ্রহ ও প্রজ্ঞা থেকে তিনি তাঁর বান্দাদের ওপর জুয়া হারাম করেছেন।

যেমনিভাবে তিনি তাদের ওপর এমন অনেক বিষয় হারাম করেছেন যেগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে অনেক ক্ষতি ও অনিষ্ট ঘটে।”[ফাতাওয়াল আযহার থেকে সমাপ্ত]

স্থায়ী কমিটির আলেমগণকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: আমাদের এখানে একদল মানুষ রয়েছে যারা ‘আল-শারকুল আওসাত’ পত্রিকা থেকে প্রকাশিত ‘স্পোর্টস ম্যাগাজিন’ খরিদ করে। উদ্দেশ্য হলো: এই ম্যাগাজিনে থাকা ঘোড়দৌড়ের কৃপনটি পূরণ করা। এতে তারা প্রত্যেক চকরে যে ঘোড়টি বিজয়ী হবে সেটি নির্বাচন করে। তারা একাধিক ম্যাগাজিনের একাধিক কৃপন পূরণ করে। উদ্দেশ্য হলো পুরস্কার জেতা। এর ফলে তারা বিপুল সম্পদ হারায়। আমরা আপনার কাছে এ বিষয়ে ফতোয়া চাচ্ছি। কেননা আমাদের ফতোয়াটি খুব প্রয়োজন যাতে করে এ ব্যক্তিরা এ বিষয়ের শরায়ি হুকুম জানতে পারে। আল্লাহ্ আপনাদেরকে তাওফিক দিন এবং আপনাদের ইল্মের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে উপকৃত করুন।

জবাবে তারা বলেন: এই কাজ নাজায়েয। কেননা এটি হারাম বাজির অন্তর্ভুক্ত; যা জুয়ার মধ্যে পড়ে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন: “হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মৃতি ভাগ্য নির্গের তীর এগুলো বস্তুত শয়তানের একটি ঘৃণ্য কাজ; অতএব এসব থেকে দূরে থাক; যাতে তোমরা সফল হতে পার।”[সূরা মাযিদা, আয়াত: ৯০] অতএব, এটি হচ্ছে অন্যায়ভাবে সম্পদ ভক্ষণ। আল্লাহহি তাওফিকদাতা। আমাদের নবী মুহাম্মদের ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।[সমাপ্ত]

শাইখ আব্দুল আয়িয বিন বায, শাইখ আব্দুল্লাহ বিন গাদইয়ান, শাইখ সালিহ আল-ফাওয়ান, শাইখ বাকর আবু যায়েদ।

[ফাতাওয়াল লাজনাদ দায়িমা (১৫/২২৪)]